একদিন
ঘুরে ট্যুরে

অভয়ারণ্যের কোলে বেথুয়াডহরি

আবু তাহের

একদিনের মধ্যে কাছেভিতে ঘুরে আসা যায় এমন জায়গার খোঁজ অনেকেই করে থাকেন।নদিয়া জেলার বেথুয়াডহরি অভায়াঅরণ্য তাঁদের জন্য আদর্শ ঘোরার জায়গা।

৬৭ হেক্টর জমির উপর অবস্থিত এই অভয়ারণ্যের সৃজনশীলতার কাজ শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৫৮-৫৯ সালে।১৯৮০ সালে এই বনভূমি সরকারি ভাবে অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি লাভ করে।

কলকাতা থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বেথুয়াডহরি সাথে রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব সহজ।আগে নাকি এই অঞ্চলটি 'বেথো' শাকের জলাভূমি ছিল,তাই এই এলাকার নাম হয় বেথুয়াডহরি। বেথুয়াডহরি স্টেশনে নেমে টোটোতে চেপে দশমিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায় অভয়ারণ্যের গেটে।৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই এই অভয়ারণ্যে প্রবেশ মূল্য মাত্র দশ টাকা। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে প্রকৃতির সাথে কিছুক্ষণ কাটানোর পরে মনে যে তৃপ্তি নিয়ে ফেরা যায় তার মূল্য নেহাত পয়সা দিয়ে বিচার করা যাবে না। মূল ফটকের কাছেই রয়েছে কতগুলো কটেজ । সেগুলো অবশ্য কেবলমাত্র সরকারি আধিকারিকদের ব্যবহারের জন্য। গেটের মুখে প্রবেশের পরেই সিকিউরিটি সাবধান করে দেয় জঙ্গলের ভেতরে গভীরে প্রবেশ না করার জন্য। সংরক্ষিত বনের ফটক দিয়ে ঢুকতেই প্রথমে পড়ে প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র যা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নামে নামাঙ্কিত।

পরিষ্কার ইট পাতা সরু রাস্তার দু'পাশে রয়েছে গাছেদের মেলা।শাল,সেগুন,মেহেগনি আর অর্জুন গাছের জঙ্গলের পরিচিত সাথে গা জড়াজড়ি করে মিশে আছে গাব,টুন,নাগকেশর ,পিয়াশাল,হামজাম ইত্যাদি। এমনকি জীবনানন্দের প্রিয় গাছ হিজল ও রয়েছে।

সেই ইটের রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরে দীর্ঘ একটি রাস্তা চলে গিয়েছে বামদিকে। রাস্তার দু'পাশে গাছের ভীড়ে চলার রাস্তাটিও ছায়ায়। সেই রাস্তা ধরে এগোতে থাকলে দেখা মিলবে গভীর অরণ্যের।শীতের সকালে সেখানে সূর্যের আলোও প্রবেশ করতে পারে না।এমন ই ঘন সেই জঙ্গলের বিস্তার। কাছাকাছি অন্যান্য দর্শনার্থীদের দেখা না পেলে গা কিছুটা ছমছম করে উঠবে জঙ্গলের রাস্তায়।এই জঙ্গলের কিছু কিছু জায়গায় অভয়ারণ্যের সিকিউরিটিরা জায়গা মতো হরিণের জন্য খাবার রেখে যান সকালের দিকে। এমনিতে চিড়িয়াখানা বা খাঁচায় বন্দী হরিণের দেখা আর জঙ্গলের খোলামেলা পরিবেশে হঠাৎ আবিষ্কার করা হরিণ দেখার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক।তক্কে তক্কে ছিলাম কখন সেই বহুকাঙ্ক্ষিত হরিণের দলের দেখা মেলে। কিন্তু না তাদের দেখা নেই। আমরা দুজন সঙ্গী এগিয়ে চলেছি জঙ্গলের রাস্তা ধরে সাবধানে। সাথে মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় বন্দী করা গেলো জঙ্গলের কিছু গাছের ছবি।

আরো যাঁরা জঙ্গলের নিরিবিলি পরিবেশের টানে এখানে বেড়াতে এসেছে তাদের ও ছবি তোলার হিড়িক।দুশো মিটার মতো এগিয়ে গিয়ে রাস্তা চলে গেছে ডানদিকে। সেখানে একটি পুকুরের পাড়ে শীতের রোদে গা সেঁকে নিচ্ছে একটি ঘড়িয়াল। এত বড় সরিসৃপ চিড়িয়াখানা ছাড়া কোথাও সহজে চোখে পড়েনা। ডানদিকে একটি কচ্ছপের পুকুর রয়েছে।

আরো কিছুটা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ে বড় একটি দিঘী। সেখানে বোটে চেপে শীতের রোদ গায়ে মেখে কিছুটা আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। শীতকালে এখানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির দেখা মেলে। কিছু পরিযায়ী পাখিও শীতকালে বেড়াতে চলে আসে অভয়ারণ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ আর গাছপালার টানে।

বেথুয়ার এই জঙ্গলে রয়েছে চিতল হরিণ, মেছো বেড়াল,বন বেড়াল,বুনো খরগোশ, সজারু,বেজি,ভাম ইত্যাদি। আছে বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, ময়ূর, বাজপাখি এমনকি পেঁচাও। শীতকালে এখানে নানা আকৃতির নানান রঙের প্রজাপতিও দেখতে পাওয়া যায়। এখানে একটি মিনি মিউজিয়াম রয়েছে।তার মধ্যে খাবার খেতে ব্যস্ত কতকগুলো নীল গাই দেখা গেল। সবচেয়ে চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার হলো ময়ূরের পুচ্ছ তুলে রোদ মাখার দৃশ্য। এমনিতেই ময়ূর বৃষ্টির সময় পেখম তুলে নাচে তা আমরা জানি। কিন্তু শীতের দুপুরে এমন মিষ্টি রোদে তাদের পেখম তুলে চারপাশে ঘোরার দৃশ্য সত্যি নয়ন মেলে দেখার মতো।

জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে হেঁটে কিছুটা এগিয়ে আসতেই আমার সঙ্গী মুখে আঙ্গুল দিয়ে চুপচুপ করতে শুরু করলো।কী এমন ঘটনা ঘটলো জানতে চাইলে ইশারায় বাম পাশে তাকিয়ে দেখতে বলল। এতক্ষণ যে জিনিস দেখার জন্য মন উচাটন হয়ে ছিল বাম পাশে তাকিয়ে জঙ্গলের অনতিদূরে সেই দৃশ্য দেখে থমকে গেলাম।তিন চারটে হরিণ ও তাদের শাবকেরা কান খাড়া করে ভীত চোখে তাকিয়ে আছে সরু রাস্তার দিকে। কিন্তু সে বেশিক্ষনের জন্য নয়। বড়জোর এক মিনিট হবে। শুধু চোখ দিয়ে তাদের এই সরল চাহনি দেখবো নাকি ক্যামেরা বন্দীও করবো ভাবতে ভাবতেই একছুটে তারা গভীর জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে গেল। কোনো বনের মধ্যে নাকি বাঘকেও বেশ কসরত করতে হয় হরিণ শিকার করতে গেলে।হরিণ যে এত জোরে দৌড়াতে পটু তা খুব কাছ থেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।দুটো সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রাখা হয়েছে যেখানে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের অরণ্যের গুরুত্ব ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত একটি বাণী লিখে রাখা আছে। সত্যিই তো মানুষ যে হারে বৃক্ষ নিধন করে বসতি স্থাপন করেছে বিগত কয়েক দশকে তাতে পৃথিবীর তাপমাত্রা একদিকে যেমন হুহু করে বাড়তে শুরু করেছে তেমনিভাবে অরণ্য প্রাণীদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাই বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যাপক হারে। বাস্তু তন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখতে তাই বন ও অরণ্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণের জন্য সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন।

ফেরার পথে দুপুরের দিকে দেখলাম স্কুলের কিছু ছেলেমেয়েকে অভয়ারণ্যের রূপ দর্শন করাতে নিয়ে এসেছেন স্কুলের শিক্ষক মহাশয়রা। স্কুলের বাচ্চাদের রঙিন ইউনিফর্ম জঙ্গলের সবুজ রঙের পাশে যেন আরো উজ্জ্বল মনে হলো। ছোটবেলায় ভূগোল ব ইতে পড়া বেথুয়াডহরি দেখার সাধ যেন পূর্ণ হলো।

কীভাবে যাবেন: কলকাতা থেকে এলে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে চেপে পৌঁছে যাওয়া যায় বেথুয়াডহরি স্টেশন। আড়াই ঘন্টার পথ। মুর্শিদাবাদ থেকে ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বেথুয়াডহরি স্টেশন মাত্র ঘন্টা দুয়েকের রাস্তা।

কখন যাওয়া ভালো: সারা বছরই যাওয়া যায় তবে শীতকালে আর বর্ষাকালে প্রকৃতির রূপ মনোমুগ্ধকর।

বিশ্বকাপ ফুটবল

দলগত সংহতির কাছে হার মানল ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মা

ফ্রান্সকে হারিয়ে ফাইনালে স্পেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। এটাই মূলমন্ত্র স্পেন দলের খেলার। সেটাকেই সঙ্গে নিয়ে সেমিফাইনাল ম্যাচে ফ্রান্সকে নিয়ে ছেলেখেলা করল স্পেন। টুর্নামেন্টে সেরা আক্রমণভাগ ছিল ফ্রান্সের। সেরা রক্ষণ স্পেনের। ডালাসে গতকাল রাতে সেই রক্ষণের সামনে হঠাৎই বিবর্ণ হয়ে পড়লেন কিলিয়ান এমবাপ্পেরা। উল্টো এই বিশ্বকাপে তাদের সেরা ফুটবল খেলে দুই অর্ধে দুই গোলে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে গেল স্পেন।

প্রথমার্ধে ২২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে মিকেল ওইয়ারসাবালের গোলের পর ৫৮ মিনিটে পেদ্রো পোরোর গোলে স্পেনের জয়ের ব্যবধান ২,০। অফসাইডের কারণে ৬৪ মিনিটে লামিনে ইয়ামালের গোল বাতিলও হয়েছে।

নিউ জার্সিতে আগামী রোববার রাতে বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনা কিংবা ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে স্পেন। অন্য সেমিফাইনালে আগামীকাল রাতে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।

ফরাসি ডিফেন্ডার লুকাস দিনিয়ে বক্সে ইয়ামালকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় স্পেন। পোরোর গোলটি দানি ওলমোর সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়ার ফসল। এমবাপ্পে, দেম্বেলে,ওলিসেদের তারকাখচিত ফরাসি আক্রমণভাগ আশ্চর্যজনক নিষ্প্রভ ছিল এদিন। প্রথমার্ধে কোনো শট পোস্টেই রাখতে পারেনি ফ্রান্স। দ্বিতীয়ার্ধেও রাখতে পেরেছে মাত্র দুটি।

এই ম্যাচের আগপর্যন্ত ফ্রান্স ছিল সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বকাপের সেরা দল। অথচ সেমিফাইনালে হঠাৎই যেন খেলা ভুলে গেল তারা। আর স্পেনের হলো উল্টো, অসাধারণ এক টিম পারফরম্যান্সের পুরস্কার মিলল ফাইনালের টিকিটে।

প্রথমার্ধে ফ্রান্স পিছিয়ে পড়ার পর ইতিহাস বলছিল, ফাইনালের টিকিট শেষ পর্যন্ত স্পেনই পাবে। কারণ, বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ইতিহাসে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়ানোর নজির খুব বেশি নেই। ১৯৯০ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও ২০১৮ বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়া শুধু এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে।

ফ্রান্সও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু মাঝমাঠ থেকে বরাবরের মতো খেলাটা তৈরি করতে পারেনি। কারণ, বল হারানোর পর স্প্যানিশ মিডফিল্ড ও ডিফেন্স তাদের চেপে ধরে পাসের চ্যানেল বন্ধ করেছে। এই দায়িত্বে দুর্দান্ত ছিলেন রদ্রি। দুই দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 'ডুয়েল' (১১) জিতেছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সফল পাসও (৫৯) তাঁর। মাঝমাঠে রদ্রির পাশাপাশি পাউ কুবারসিও দুর্দান্ত ছিলেন রক্ষণে।

ফরাসি মাঝমাঠের প্রাণভোমরা মাইকেল ওলিসেকে যেন বোতলবন্দী করে রেখেছিল স্পেন। দলীয় সমন্বয়ে তাঁকে স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে দেয়নি স্পেন। ২০ বার বলের দখল হারান। বাধ্য হয়েই তাঁকে ৭২ মিনিটে তুলে নেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম।

ডিফেন্সচেরা পাসের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গোটা টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলা এমবাপ্পেও ছিলেন ছায়া হয়ে। মোট ১১ গোলে অবদান রাখা ফরাসি তারকা গোটা ম্যাচে মাত্র ৩টি শট নিয়ে একটিও পোস্টে রাখতে পারেননি। উল্টো ৮৬ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখেন।

বিশ্বকাপ শুরুর আগে স্পেনকে সবচেয়ে বড় ফেবারিট ভেবেছিলেন বিশ্লেষকরা। ফ্রান্সও ফেবারিট ছিল, টুর্নামেন্টের শুরু থেকে দুর্দান্ত খেলায় ফেবারিটের দৌড়ে বাকিদের ছাপিয়ে দেশমের দল।

তবে স্পেন যে ফ্রান্সের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে, সেটার প্রমাণ ছিল সাম্প্রতিক ইতিহাসে। সর্বশেষ বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলার পর ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে স্পেনের কাছে ৫,৩ গোলে হারে ফ্রান্স। ২০২৪ ইউরো ও ২০২৫ নেশনস লিগের সেমিফাইনালেও হেরেছে স্পেনের কাছেই।

এবার হারল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও। সে জন্য স্পেনকে খেলতে হয়েছে এবার বিশ্বকাপে নিজেদের সেরা খেলাটা। স্প্যানিশ মাঝমাঠ ও রক্ষণ কতটা ভালো খে লেছে, সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে পরিসংখ্যান। ফ্রান্স এই ম্যাচে ৪৮৮টি পাস খেললেও তাদের ৯৩টি পাসই ভুল হয়েছে স্প্যানিশদের অব দ্য বল মুভমেন্টে। ১৮টি ক্রস দিয়ে সফল হতে পেরেছে মাত্র চারবার।